দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষায় শুভ লক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশুদের বিরাশি শতাংশ এখন স্কুলে যাচ্ছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পরিচালিত এক জরিপের রিপোর্টে বলা হয়েছে। এই শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করলে দেশে শিক্ষার হার অনেক বাড়বে। জাতি মুক্ত হবে শিক্ষাহারের স্বল্পতার অভিশাপ ও গ্লানি থেকে। অন্যদিকে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এবং বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসবে জনগণের বিড়ম্বিত জীবনে।

শিক্ষা সকল উন্নতির মূল এবং প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাবিস্তারের পূর্বশর্ত— এই বিশ্বাস থেকেই বর্তমান সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষাহারের স্বল্পতার প্রধান কারণ গ্রাম ও বস্তির গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাইরে থাকতে বাধ্য হয় নানা বাস্তব কারণে। যারা স্কুলে ভর্তি হয় তাদেরও একটি বিরাট অংশ একই কারণে শিক্ষা জীবনের শুরুতে অথবা মাঝপথে ঝরে পড়ে। এই সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করেছেন। এই খাতে চলতি অর্থ বছরে প্রায় ৯০ কোটি টাকার এক লাখ চব্বিশ হাজার টন চাল ও গম বরাদ্দ করা হয়েছে। স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারগুলি এই খাদ্য পাবে। এতে একদিকে যেমন রুজি-রোজগারের জন্য শিশু-কিশোরদের স্কুলের বাইরে রাখার বাধ্যবাধকতা দূর হবে অন্যদিকে তেমনি উপকৃত হবে গরীব পরিবারগুলি।

অসচেতনতা ও দারিদ্র্য আমাদের জাতির শিক্ষায় অনগ্রসরতার জন্য দায়ী হলেও মূল কারণ দারিদ্র্য। শিক্ষার সামান্য ব্যয় বহন করতে পারে না বলেই বহু মা-বাবা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। বহু ছেলে-মেয়েকে কচি বয়সেই রোজগারে নামতে হয়, অথবা হাত লাগাতে হয় সংসারের দৈনন্দিন কাজে। এটা এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে ছিল। বর্তমান সরকার এই বাধা অনেকখানি দূর করছেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে নতুন স্কুল স্থাপন এবং বর্তমান স্কুলগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। পূর্বোক্ত জরিপ রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে সাড়ে চার হাজার নিবন্ধনযোগ্য বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিবন্ধিত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষককে দেয়া হচ্ছে পাঁচ শত টাকা করে অনুদান। এছাড়া সরকারের সহায়তায় ২১৫৮টি এনজিও কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর এক লাখ শিশুকে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৮৬১৪টি বেসরকারী নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজও এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর চার হাজারেরও বেশী নতুন প্রাইমারী স্কুল এবং দু'শটি স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এসব বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থারই শুভ ফসল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি। স্কুলে যাওয়ার বয়েসী প্রায় পঞ্চাশ লাখ শিশুর ৮২ শতাংশ আজ স্কুলে যাচ্ছে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ এবং প্রশংসার দাবীদার।

প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং শিশু-কিশোরদের অর্থবহ শিক্ষা দেয়ার জন্য শুধু স্কুলে ভর্তি করলেই চলবে না, পড়ার সমাপ্তিও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ বর্তমানে শুধু নাম স্বাক্ষরে সক্ষমদেরই আর শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয় না। যারা লিখতে, পড়তে এবং মোটামুটি অংক করতে পারে তারাই শিক্ষিত। এই শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি অপরিহার্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রী যাতে মাঝপথে স্কুল ছেড়ে না দেয় সেদিকে সমাজের সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সরকার ও সমাজ সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক কর্মসূচী সফল হবে এবং বাড়বে জাতির শিক্ষার হার।